তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩১৬

**প্রধানমন্ত্রী** **শেখ হাসিনা দেশে ফিরেছেন বলেই দেশ ডিজিটাল হয়েছে**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

সিংড়া (নাটোর), ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে ৪০ বছর আগে দেশে ফিরেছেন বলেই ডিজিটাল হয়েছে বাংলাদেশ। তাঁর নেতৃত্বে উন্নয়নশীল এই দেশের সব নাগরিক সেবাকে জনগণের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪০তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আজ নাটোরের সিংড়া উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগ এবং সকল সহযোগী সংগঠন আয়োজিত আলোচনা সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, পেয়েছি বাংলা ভাষা। স্বাধীন দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে সংযোজন করে সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার কাজ শুরু করেন বঙ্গবন্ধু। ৭১ এর পরাজিত শক্তিরা ৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশকে পিছিয়ে দিতে চেয়েছিল। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ৬ বছর সময়কাল ছিলো বিভীষিকাময়। এ দেশের মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে শাসনের নামে শুরু করা হয়েছিল শোষণ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে রুদ্ধ করতে একাত্তরের পরাজিত শক্তি আগমন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছিল এবং তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু দেশের প্রতি ভালবাসা এবং দেশের মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা মৃত্যুঝুঁকি উপেক্ষা করে দেশে ফিরে আসেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ শুরু করেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা ওই দিন মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে দেশে না ফিরলে প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ কখনোই বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। ১২ বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির স্বপ্ন পূরণে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রম শুরু করেন। তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তির প্লাটফর্ম নির্মাণ করে ডিজিটাল বিপ্লবকে বাস্তবে রূপায়ন করা হয়েছে। জনগণ এখন সকল নাগরিক সেবা হাতের মুঠোয় পাচ্ছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট ওহিদুর রহমান শেখ।

#

শহিদুল/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩১৫

**সিলেট বিভাগে দুস্থ মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত রোগ কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে চলমান বিধিনিষেধের কারণে কর্মহীন গরিব মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকার। তারই অংশ হিসেবে সিলেট বিভাগের সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার জেলাসমূহে গরিব, কর্মহীন দুস্থ মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

সিলেট জেলায় এ পর্যন্ত ১ লাখ ১৭ হাজার ৪০৩টি কর্মহীন শ্রমিক ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৭১ লাখ ৮৫ হাজার টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ জেলায় কর্মহীন শ্রমিক ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য ও ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৪১ হাজার ৪২টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ১০ লাখ ৮৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলায় এ পর্যন্ত ৬০ হাজার ৪১১টি গরিব ও অসহায় পরিবারের মাঝে ৫৫ লাখ ১৩ হাজার ৯৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

মৌলভীবাজার জেলায় এ পর্যন্ত ৩৯ হাজার ৩৪০টি গরিব অসহায় পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

আলমগীর/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩১৪

**চট্টগ্রাম বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

চট্টগ্রাম বিভাগে করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন সরকারি অর্থ সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পুরোদমে অব্যাহত রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশু খাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ সহায়তা, ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা প্রভৃতি কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৩ হাজার ৬৩৮ দুস্থ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ৩২ লাখ ১৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৫ লাখ ১৮ হাজার ১৯০ জন প্রান্তিক, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা যার পুরোটাই এ পর্যন্ত ১ লাখ ৮৩ হাজার ৩১টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬৫ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭ হাজার ৩১১টি প্রান্তিক পরিবারের মাঝে ৫৮ লাখ ৪৮ হাজার ৮০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ চট্টগ্রাম জেলায় বরাদ্দকৃত ১৫ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৬০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ২ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার ৫৩৫টি পরিবার।

কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ২৮ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২ কোটি ১৩ লাখ ৫৫ হাজার টাকা ৪২ হাজার ৮৬৩টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লাখ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৭ কোটি ৮৩ লাখ ৭৮ হাজার ৩০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৭২৭টি প্রান্তিক পরিবার ও ৮ লাখ ৬ হাজার ৫৭৪ জন মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ পেয়েছে আরো ১ হাজার ৩৩৪টি পরিবার। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ হাজার ৭২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৮১৩টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ২৮ হাজার পরিবার ও ১ লাখ ৫ হাজার জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ যাবৎ ২৬ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৮ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে।

খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ২৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২২ হাজার ৯০০টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই ৩৩ হাজার ২৬৭টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৫৫২টি পরিবার।

বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১৭ হাজার ৪১৪টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার পুরোটাই এ যাবৎ ৫৯ হাজার ৮২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে ১৩২টি পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে ১ হাজার ৪২৮টি অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ হাজার ৪২৮ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৭৯ লাখ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অদ্যাবধি ৩১ হাজার ৫০০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৭৫ হাজার ৫৯টি দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ২৯৫ জন প্রান্তিক মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৩ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে।

নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৮১ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫১ হাজার ৫০০ প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৫৮ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার পুরোটাই অদ্যাবধি ১ লাখ ৬৭ হাজার ৭৫০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৪৭৫টি পরিবার। এছাড়া, জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ফেনী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি ১৯ লাখ টাকা ২৩ হাজার ৮০০টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার পুরোটাই ৩৬ হাজার ৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফেনী জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকা ইতোমধ্যে ৬০০ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ জেলায় বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৩০০টি পরিবার।

কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৬ লাখ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৫ কোটি ৩৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা ১ লাখ ৫ হাজার ৯৬০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকার পুরোটাই ১ লাখ ৯১ হাজার ১৪০টি প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৪২ লাখ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৭ লাখ টাকা ৫ হাজার ৫০০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১৭ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৭০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ২ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলায় শুকনো খাবার বাবদ বরাদ্দকৃত ১ হাজার প্যাকেটের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫৪ প্যাকেট ১৫৪ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৮২০টি পরিবার।

চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ২ কোটি ৭৭ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৬০ লাখ ২৫ হাজার টাকা ৫২ হাজার ৫০টি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১ লাখ ১ হাজার ২২৫টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১৫টি পরিবার।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ৭৯ লাখ ১৬ হাজার টাকা ৫৮ হাজার ৩০০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৮২২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১৯৮টি পরিবার। এছাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৭৫৪টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৪ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১৭০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ২ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩১৩

**বাংলাদেশ ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে**

**-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

১৭ মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস। ‘এক্সিলারেটিং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ইন চ্যালেঞ্জিং টাইমস’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিআরসি প্রতি বছর নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে আসছে। করোনার কারণে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও এবছর ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও বিটিআরসির উদ্যোগে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপুল সম্ভাবনা এবং একে সমাজ ও অর্থনীতির কল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সকলকে সচেতন করাই দিবসটি উদযাপনের মূল লক্ষ্য। দিবসটি উপলক্ষে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বাণী দিয়েছেন। আইটিইউ এর মহাসচিব হাউলিন ঝাওও শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেন।

এই উপলক্ষে ডিজিটাল প্লাটফর্মে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন্স ইউনিয়ন ও ইউনিভার্সেল পোস্টাল ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ, ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র চালু এবং টিএন্ডটি বোর্ড প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা ডিজিটাল টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ১৯৯৬-২০০১ ও গত ১২ বছরের বাংলাদেশ অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুটিও মোবাইলে ক্লাস করছে উল্লেখ করে মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশের মানুষ ডিজিটাল সক্ষমতার নজীর স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ ইউনিয়ন এমনকি দুর্গম দ্বীপ, চর ও হাওরাঞ্চল পর্যন্ত ফাইভ-জি কানেক্টিভিটি দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে। উইসিস এর সাবেক চেয়ারম্যান মোস্তাফা জব্বার বলেন, ২০০৩ সালে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব সম্মেলনে তৎকালীন সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা করেননি। এমনকি পরবর্তী ফলোআপ সম্মেলনেও অংশ নেয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তথ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার সেই ধাপ অতিক্রম করে ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

বিটিআরসির চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেন এবং অ্যামটব চেয়ারম্যান মাহতাব উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী ১৭ মে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের এক অনন্য দিন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বাঙালি জাতির জন্য এই দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পঁচাত্তর পরবর্তী ছয় বছরের লড়াই, দুঃখ-কষ্ট, নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলাদেশে পদার্পণ করেছিলেন। তিনি ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির মতো দুঃসাহসিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মসূচি না নিলে আজকের এই বাংলাদেশ আমরা পেতাম না।

প্রথম আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) প্রতিষ্ঠার স্মারক হিসেবে ১৯৬৯ সালের ১৭ মে হতে প্রতি বছর বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস পালিত হয়ে আসছে। পরে, তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সাল হতে ১৭ মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

#

শেফায়েত/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩১২

**পঞ্চগড়ে সরকারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী সাড়ে ছয় লাখ মানুষ**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের জেলাওয়ারী মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় পঞ্চগড়ে এ পর্যন্ত ৬ লাখ ৩৪ হাজার ২৭৫ জন দরিদ্র অসহায় কর্মহীন মানুষ উপকৃত হয়েছে।

এ কর্মসূচির আওতায় পঞ্চগড় জেলায় ১ কোটি ১৪ লাখ ৭০ হাজার ৫০০ টাকা নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। ফলে ২৫ হাজার ৪৪৪টি পরিবারের ১ লাখ ১০ হাজার ৮৯২ জন দরিদ্র, অসহায় ও কর্মহীন মানুষ উপকৃত হয়েছে।

এছাড়া, ৫ কোটি ২৭ লাখ ৭৬ হাজার ৪৫০ টাকা ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এতে ১ লাখ ১৭ হাজার ২৮১টি পরিবারের ৫ লাখ ২৩ হাজার ৩৮৩ জন দরিদ্র, অসহায় ও কর্মহীন মানুষ উপকৃত হয়েছে।

#

রেজাউল/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩১১

**পিতৃহীন আওয়ামী লীগকে মায়ের স্নেহেই চারবার রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ে গেছেন শেখ হাসিনা**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধুর রক্তভেজা বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে এসে পিতৃহীন সন্তানের মতো আওয়ামী লীগকে মায়ের স্নেহেই চারবার রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ে গেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে ঈদ-উত্তর মতবিনিময় সভায় ১৭ মে শেখ হাসিনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে মন্ত্রী একথা বলেন।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বরাত বঙ্গবন্ধুকন্যার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিনে একটি সুখবর দিতে চাই উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী জানান, করোনা মহামারির মধ্যে প্রায় সবদেশে যেখানে অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে, মাথাপিছু আয় কমেছে, সেখানে গত বছর বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে। আমাদের ২০১৯-২০ অর্থবছরের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ ডলার এখন প্রায় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২ হাজার ২২৭ ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা আমাদের জাতির জন্য আরেকটি অর্জন।

আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীতে ৯১তম বাংলাদেশ আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্বে ধান উৎপাদনে তৃতীয়, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ, আলু উৎপাদনে সপ্তম, সবজি উৎপাদনে চতুর্থ, উল্লেখ করেন ড. হাছান।

মন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের বিচার ও রায় কার্যকর হয়েছে, যুদ্ধাপরাধের বিচার হয়েছে ও চলমান আছে। তাঁর হাত ধরেই ক্যান্টনমেন্টে বন্দি গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছিল, দেশের মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বারবার মৃত্যুর উপত্যকা থেকে ফিরে এসে জননেত্রী শেখ হাসিনা কখনো বিচলিত হননি, দ্বিধান্বিত হননি, বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।’

**ফিলিস্তিনে মানবাধিকার লঙ্ঘন 'ওয়াচ' করে না হিউম্যান রাইটস ওয়াচ**

ফিলিস্তিনি জনতার ওপর অব্যাহত ইসরায়েলি বোমা হামলার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো নীরব কেন -সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিলিস্তিনে যখন ইসরায়েল কর্তৃক মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, নারী, শিশু এবং সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, তখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো নিশ্চুপ।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এতো কিছু ওয়াচ করে আর এখন পৃথিবীর সমস্ত টেলিভিশন যে এই বর্বরতা দেখাচ্ছে সেটা তাদের চোখে পড়ে নাই, কোনো বিবৃতিও তাদের নাই, বলেন হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী আরো বলেন, পান থেকে চুন খসলেই অ্যামনেস্টি ইন্টারনেশনাল বিবৃতি দেয়, বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছে, শহীদুল হকের পক্ষেও বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু আজকে যখন ফিলিস্তিনে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তখন অ্যামনেস্টি ইন্টারনেশনালের কোনো অফিসিয়াল বিবৃতি আমরা দেখতে পাইনি। তাদের মিডিল-ইস্ট এবং নর্থ আফ্রিকার অঞ্চলের একজন উপপরিচালক একটি বার্তা সংস্থার সাথে আলাপকালে কিছু কথা বলেছেন, কিন্তু তাদের অফিসিয়াল কোনো বিবৃতি নাই।

এ ধরনের অপরাধের সময় যারা নিশ্চুপ থাকে এবং দেখতে পায় না, তাদের আসলে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বিবৃতি দেয়ার নৈতিক অধিকার থাকে কি না, এটি একটি বড় প্রশ্ন মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

বিএনপি মহাসচিবের সাম্প্রতিক মন্তব্য 'সরকার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে' এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী বলেন, ‘মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব তো প্রতিদিনই এই সমস্ত কথা বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উপস্থাপন করেন। তার এই বক্তব্য সেটিরই ধারাবাহিকতা ছাড়া আর অন্য কোনো কিছু নয়।’

আইনশৃঙ্খলাবাহিনী জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়ার জন্যই কাজ করছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, বিএনপি এবং তার মিত্ররা, তাদের পেট্রোলবোমা বাহিনী, সন্ত্রাসীরাই জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা মির্জা ফখরুল সাহেব মানতে পারছেন না বলেই হয়তো তিনি একথা বলেছেন।

#

আকরাম/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩১০

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৬ হাজার ৯৪০ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে মোট ৫৬ হাজার ৯৪০ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের সবাই দ্বিতীয় ডোজের টিকা গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ৩৫ হাজার ৫১৭ জন পুরুষ এবং ২১ হাজার ৪২৩ জন মহিলা।

এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ১৭ মে পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৯৫ লাখ ৭৬ হাজার ৯৩৫ জন। এদের মধ্যে প্রথম ডোজে ৩৬ লাখ ৮ হাজার ৯৭৯ জন পুরুষ এবং ২২ লাখ ১০ হাজার ৯৩৩ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ডোজে ২৪ লাখ ১৪ হাজার ১৯২ জন পুরুষ এবং ১৩ লাখ ৪২ হাজার ৮৩১ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ১৭ মে ২০২১ বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৭২ লাখ ৪৮ হাজার ৮২৯ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩০৯

**প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্তকে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি**

**বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্তকে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ আজ এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে।

#

মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩০৮

**সরকারের সঠিক পদক্ষেপের কারণেই করোনায় দেশ এখনো নিরাপদ রয়েছে**

**-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, সরকারের সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলেই করোনায় এখনো বাংলাদেশ অনেকটাই নিরাপদ রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে দিনে গড়ে প্রায় ৪ হাজার মানুষ করোনায় মারা যাচ্ছে এবং দৈনিক ৩ থেকে ৪ লাখ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। অথচ ভারতের এত নিকটবর্তী দেশ হয়েও বাংলাদেশে বর্তমানে সংক্রমণ দিনে ৩০০ জনের কাছাকাছি নেমে গেছে। তিনি বলেন, ভারতীয় নতুন ভ্যারিয়েন্ট দেশে চলে এলেও সঠিকভাবে কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং করার ফলে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টটি দেশে এখনো ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তবে, আগামী কিছুদিন আমাদেরকে আরো বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ঈদ পরবর্তী আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ভ্যাকসিন প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সরকারের ফলপ্রসূ আলোচনা চলছে। শীঘ্রই হয়তো এ বিষয়ে সুখবর দেয়া সম্ভব হবে। ভ্যাকসিন ক্রয়ের পাশাপাশি দেশেই ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে চায় সরকার উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, এক্ষেত্রে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্রীয় ঔষধ প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদন নিতে হবে। কেন্দ্রীয় ঔষধ প্রশাসন সব ধরনের উৎপাদন ক্ষমতা যাচাই-বাছাই করার পর উপযুক্ত কোন এক বা একাধিক কোম্পানিকে ভ্যাকসিন উৎপাদনে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন কোম্পানিকে অনুমোদন দেয়া হয়নি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভায় স্বাস্থ্যসেবা সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩০৭

**রাজশাহী বিভাগে করোনাকালীন সরকারি সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

রাজশাহী বিভাগে করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের বিভিন্ন ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

সিরাজগঞ্জ জেলায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৬ হাজার ৭৮৩ পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জিআর (ক্যাশ) খাতে ২ কোটি ৫০ লাখ ২৫ হাজার টাকা ৫০ হাজার ৫ পরিবারের মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৪৮ লাখ ৯ হাজার ৮৫০ টাকা ২ লাখ ৫৫ হাজার ১৩৩ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া গো-খাদ্য ও শিশু খাদ্য হিসেবে ৯ লাখ করে মোট ১৮ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা বিতরণ করা হচ্ছে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ২৫০ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

জয়পুরহাট জেলায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ১ লাখ ১০ হাজার ২৪৭ পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জিআর (ক্যাশ) খাতে ১ কোটি ৭০ হাজার টাকা ১৯ হাজার ৩০০ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে ৩ কোটি ৮৫ লাখ ৬৩ হাজার ৬৫০ টাকা ৮৫ হাজার ৬৯৭ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া গো-খাদ্য ও শিশু খাদ্য হিসেবে ৫ লাখ করে মোট ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং বিতরণ করা হচ্ছে।

নওগাঁ জেলায় মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৯২৯ পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ২৫০ পরিবারের মাঝে ৩০৫ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ১ হাজার ৪০০ পরিবারকে নগদ ৯ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড ২য় ঢেউয়ের বিশেষ ত্রাণ হিসেবে ৫৭ হাজার ২৫০ পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৮৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৮৬ হাজার ৯৫৯ পরিবারের মাঝে ৮ কোটি ৪১ লাখ ৩১ হাজার ৫৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১০ টাকা কেজি দরে ১ লাখ ১৮ হাজার ৯২৮ পরিবারের মাঝে ১৭ হাজার ৭৯৫ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, করোনায় গবাদি পশুকে বাঁচিয়ে রাখতে এ জেলায় ৭ লাখ টাকা গো-খাদ্য এবং ৪ লাখ টাকা শিশু খাদ্য হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

রাজশাহী জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এ পর্যন্ত ২ লাখ ১৯ হাজার ৮০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫২ হাজার ৭০৫ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ ২ কোটি ৬৯ লাখ ২ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে । ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭৯০ পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ১০ লাখ ৫ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ২৯৫ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, এ জেলায় ৯ লাখ টাকা গো-খাদ্য এবং ৯ লাখ টাকা শিশু খাদ্য হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ২৬ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৯৪ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ৩১ লাখ ৪২ হাজার ৩০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ২৭ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

নাটোর জেলায় করোনার মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা ৩১ হাজার ১৫০ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৪৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪০০ টাকা ১ লাখ ২০ হাজার ৮৩২ দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ১১৬ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

বগুড়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) খাতে ২ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ৪৮ হাজার ৯০০ পরিবারের মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯ কোটি ৮৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫০ টাকার মধ্যে ৫০ লাখ ৮৫ হাজার ৭৫০ টাকা ২ লাখ ১৮ হাজার ৫২১ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া গো-খাদ্য হিসেবে ১২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা অচিরেই বিতরণ হবে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ৬৬৪ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

পাবনা জেলায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ২ লাখ ৩৬ হাজার ৩০৯ পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জিআর (ক্যাশ) খাতে ২ কোটি ২০ লাখ ২০ হাজার টাকা ৪৪ হাজার ৪০ পরিবারের মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে ৮ কোটি ৫২ লাখ ৩৩ হাজার ৬০০ টাকা ১ লাখ ৮৯ হাজার ৪০৮ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ৭০৬ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

#

মারুফ/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩০৬

**নড়াইলে দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত রোগ কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে চলমান বিধিনিষেধের কারণে কর্মহীন গরিব ও দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকার। তারই অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের নড়াইল জেলায় আজ গরিব, কর্মহীন শ্রমিক ও দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

নড়াইল জেলা প্রশাসক মোঃ হাবিবুর রহমান আজ নড়াইল চৌরাস্তায় ২ শত জন কর্মহীন শ্রমিক ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। রেডক্রিসেন্ট আয়োজিত ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে চাল, ডাল, তেল, আলু, সাবান ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

#

দীপংকর/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

Handout Number : 2305

**US Ambassador calls on State Minister ShahriarAlam**

Dhaka, May 17:

The US Ambassador in Bangladesh Earl R Miller called on State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam today in the Ministry of Foreign Affairs. They exchanged views on global and bilateral issues, including the launching of the annual Joint Response Plan (JRP) for the humanitarian operations for displaced Rohingyas, the Israeli-Palestinian conflict, the COVID situation and vaccine issue etc.

The US Ambassador informed that the US would again be the largest contributor in the JRP for Rohingyas, which will be virtually launched tomorrow and will be attented by State Minister Md. Shahriar Alam. He also stated that the US would continue its support to Bangladesh in bearing the burden of the displaced population. The State Minister emphasized that sustainable repatriation of the Rohingyas remains as the priority of Bangladesh, and also emphasized on receiving international support for the displaced Rohingyas relocated to Bhashan Char.

State Minister Alam expressed Bangladesh’s deep concern about the ongoing Palestinian-Israeli conflict and reiterated Bangladesh’s position that the UN Security Council needs to take up the issue, as stated by Bangladesh Foreign Minister in OIC Executive Committee meeting recently. He urged the US to take proactive role for stopping the bloodshed immediately. He also reiterated Bangladesh’s support for the two-state solution.

Bangladesh State Minister for Foreign Affairs urged for providing timely visa interview slots for Bangladeshi students intending to go to the US for studies, observing that a large number of students are facing difficulties. The US Ambassador assured that they are working on resolving the backlog created by the lockdown situation.

The State Minister also observed that the recently published report by the US Government on religious freedom in Bangladesh did not well reflect the ground scenario, as the Government is making its best efforts to ensure communal harmony and non-discrimination in the country. Recalling that the present Government has introduced the Vested Property Return (Amendment) Act in 2011 under difficult situation, he emphasized on the Government’s sincerity to resolve the issue. He also underscored that the Chittagong Hill Tracts Peace Treaty in 1997 was also signed by Prime Minister Sheikh Hasina’s Government, and the implementation of the Treaty is being held gradually. He opined that the examples in the Report are discrete incidents and action has been taken by the Government against the perpetrators.

State Minister and the US Ambassador also discussed on ongoing cooperation between two countries in combating COVID-19 pandemic, including the issue of providing vaccine for meeting Bangladesh’s immediate needs. The US Ambassador informed that his Government is working on this, and he has recommended having a regional approach in South Asia in distributing vaccines from the US. He also informed that the US Government is exploring the possibilities to produce US vaccines in Bangladeshi pharmaceutical companies.

#

Tohidul/Masum/Rejuan/Sanjib/Salim/2021/1745 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩০৪

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ হাজার ৩৪৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৬৯৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৮০ হাজার ৮৫৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩২জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ১৮১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ২৩ হাজার ৯৪ জন।

#

হাবিবুর/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩০৩

**সংকট নতুন নেতৃত্ব, দক্ষতা ও যোগ্যতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, গত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে ভিন্ন পরিস্থিতিতে ঈদুল ফিতর যার যার ঘরে উদ্‌যাপনের পাশাপাশি দূর থেকে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এমনকি দেশের বাইরে থেকেও পরিচিতজনদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইন প্লাটফর্মে আইসিটি বিভাগ আয়োজিত বিভাগ এবং এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

আইসিটিপ্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর কারণেই করোনা মহামারিতে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য হয়েছে। অন্যথায় অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশাসন, বাণিজ্যিক কার্যক্রমসহ জীবনে স্থবিরতা নেমে আসত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংকট নতুন নেতৃত্ব তৈরি এবং দক্ষতা ও যোগ্যতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে। তিনি সংকটকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করতে প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, গতবছর করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদের দিকনির্দেশনায় আইসিটি বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, ইন্টারনেট ও লজিস্টিকসে ৫টি দীর্ঘমেয়াদি বিজনেস কন্টিনিউটি প্লান প্রণয়ন করে। এর মাধ্যমে গত ১৩ মাস ধরে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ই-ফাইলিং, ই-কমার্স, শিক্ষা, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও ভার্চুয়াল কোর্ট থেকে শুরু করে সবকিছু চলমান রাখতে সরকার সক্ষম হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করছে। বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ‘রূপকল্প ২০৪১’ তথা জ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর, উন্নত-সমৃদ্ধ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আরশাদ হোসেনসহ বিভাগ ও সংস্থা প্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

#

শহিদুল/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩০২

**ফিলিপাইনে শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক গ্রাফিক নভেল**

**‘মুজিব’ উপহার প্রদান**

ম্যানিলা (ফিলিপাইন), ১৭ মে :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শের সাথে ফিলিপাইনের স্কুলশিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ম্যানিলায় বাংলাদেশ দূতাবাস সে দেশের শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক গ্রাফিক নভেল ‘মুজিব’ উপহার দিয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ ম্যানিলায় ব্রিলিয়ান্ট জুনিয়র স্কুল এবং মিন্দানাও এর স্টকব্রীজ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রায় একশ’ শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) প্রকাশিত গ্রাফিক নভেল ‘মুজিব’ উপহার দেয়া হয়।

বই হস্তান্তর উপলক্ষে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে স্টকব্রীজ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-এর দাভাও শাখার আর্ন্তজাতিক প্রোগ্রাম পরিচালক মিজ মার্গারেথ লেম্যান ও জেনারেল সান্তোষ শাখার প্রধান মিজ জোনমেরি পানসালান এবং ব্রিলিয়ান্ট জুনিয়র স্কুলের উপদেষ্টা মিজ জুয়ানা রীভেরা শিক্ষার্থীদের বইগুলো উপহার দেবার জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। শিশু-কিশোরদের মাঝে আকর্ষণীয়ভাবে এই মহান নেতার অনুকরণীয় গল্পগুলো তুলে ধরার এই প্রচেষ্টাকে তাঁরা স্বাগত জানান এবং স্কুলগুলোকে মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপনের এই অনুষ্ঠানের অংশ করার জন্যও তাঁরা ধন্যবাদ জানান। শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়াম বলেন, বঙ্গবন্ধু শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। স্বাধীনতার পর তিনিই বাংলাদেশে শিশু অধিকারের মূল আইনি ভিত্তি তৈরি করেন। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে আজ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে শিশুদের শিক্ষা, টিকা প্রদান, বৃত্তি প্রদান, বই প্রদান ইত্যাদিসহ বহু উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উন্মেষ ও প্রসার ঘটেছে। তিনি আরো বলেন, জাতির পিতা শুধু বাংলাদেশ নয়, মুক্তি ও শান্তিকামী সকল মানুষের অনুপ্রেরণা ছিলেন। ‘মুজিব’ বইটি ফিলিপিনো শিশুদের তাঁর জীবন সম্পর্কে জানতে ও তাঁর মতো হয়ে উঠতে আগ্রহী করে তুলবে বলে রাষ্ট্রদূত আশা প্রকাশ করেন।

পরে, অনুষ্ঠানে উপহারপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষার্থীরা গ্রাফিক নভেল ‘মুজিব’ এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড থেকে বিভিন্ন অংশ উপস্থিত সুধীবৃন্দকে পড়ে শোনায়।

হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মিন্দানাও এ নিযুক্ত বাংলাদেশের অনারারী কনসাল জেনারেল, স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

#

সায়মা/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩০১

করোনা মহামারিতে মানবিক সহায়তা

**ঢাকা বিভাগে গতকাল ৯৪ কোটি ৬১ লাখ টাকা বিতরণ**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

করোনাভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে  সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

গতকাল ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ৯৪ কোটি ৬০ লাখ ৮৯ হাজার ৬৪ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

এর মধ্যে ঢাকা জেলায়  ১১ লাখ ১৫ হাজার টাকা নগদ  আর্থিক সাহায্য হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

মাদারীপুর জেলায় ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৩ কোটি ৪২ লাখ ১২ হাজার ৬০০ টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

রাজবাড়ী জেলায়  ১২ কোটি ২২ লাখ ৮২ হাজার ১৪ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬ কোটি ১৯ লাখ ৪৬ হাজার ৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৮০ লাখ ৪০ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ২১ লাখ ৩ হাজার ৩৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

টাংগাইল জেলায় ৩ কোটি ৪০ লাখ ৯৩ হাজার ৬০০ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১ কোটি  ২০ লাখ ২৫০ টাকা,  ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ২ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা, শিশু খাদ্য ৩২ লাখ ৫০০ টাকা,  গো খাদ্য ২ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৮০ লাখ ৪১ হাজার ৭৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ফরিদপুর  জেলায় ১ কোটি ৯২ লক্ষ  টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৫ কোটি ৭১ লাখ ৭ হাজার ২৫০ আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩ কোটি ১৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ৯৫ লাখ ১৩ হাজার ৯৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৩৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯ হাজার ৯৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

মানিকগঞ্জ জেলায়  ১৭ লক্ষ ৫ হাজার ৯৫০ টাকা নগদ    এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

#

আনোয়ার/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১২০০ ঘণ্টা